প্রথম সংস্করণ :
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

জোনাকি-মন

এ এক জোনাকি-মন
জ্বলে আর নেভে,
অন্ধকার পার হ'বে ভেবে,
ইতি উতি ধায় ;
আলোর ছুঁচের মত
বিঁধে বিঁধে মহা যবনিকা
অনন্তের এক প্রান্তে
ঝিকমিক চেতনার পাড় বুনে যায়।
বিদ্যুতের ব্রত নিয়ে
এতটুকু সীমার আকাশে
ক্ষণে ক্ষণে এও চমকায়।

এ জোনাকি-মন জানি
কোনো দিন পাবে না উত্তর।
চারি দিকে অন্ধ রাত্রি তামসী, দুস্তর,
মৌন নিরন্তর।
তারই মাঝে জিজ্ঞাসার স্ফুলিঙ্গের মত
এ জোনাকি-মন যেন
অকারণে ফোটে আর ঝরে,

সাগর থেকে ফেরা

মিছে ভাবে, সব থাকা তার-ই
বৃন্ত ধ'রে।

তবু,
আঁধারের গূঢ় ধ্বনি
শুধু এ সৃষ্টির
ছপ্ ছপ্ বেয়ে চলা দমকে দমকে।
তারই ছন্দে জ্বলে, নেভে, চমকে চমকে
দপ্ দপ্ কি জোনাকি-মন?
জানা না-জানার চেয়ে চায় কোনো
অন্য উত্তরণ!

তোমাকে চিঠি

শুনেছি, পেয়েছ নাকি নিভৃতির দুর্গ সুদুর্গম,
শান্ত এক নির্জনতা,
—ফিস্ ফিস্ বন-ঝাউ-কাঁপা
পড়-পড় পাহাড়ের কোল-আঁকড়ানো
আঁকাবাঁকা চড়াই-এর পথে
হঠাৎ শূন্যতা মেলে-ধরা।

দিন সেথা দিগন্ত-উদাসী
রাত সব নক্ষত্র-বিলাস।

ডাকো যদি,
যেতে পারি পার হয়ে দুর্লঙ্ঘ্য পরিখা
শেষ-চূড়া-সোপানে আসীন
নিতে পারি একবার
তোমার তৃপ্তির স্বাদ।

ভয় হয় শুধু
তোমার আমার প্রিয় তারা

যদি ভিন্ন হয়,
তুলনায় অন্য নামে ডাকে !

তুমি আমি দুজনেই
চোরাবালি-মগ্ন স্বপ্ন জেনেছি অনেক।
বানচাল সঙ্কল্পের
একই ঘাটে হ'ল ভরাডুবি।
তবু ছুটি নিতে পারি কই ?
ফিরে ফিরে খেয়া বাই হাটে।

এত ভিড় কিলবিল, ক্ষুধা-ভয়-অন্ধতা-তাড়িত।
এত গোল, দিশাহারা ধূলিধূম্র আকাশ বধির !
জর্জর হৃদয় তবু কী বিশ্বাসে সব কিছু সয় ?
হিজিবিজি এ-প্রলাপ—এরও হবে প্রাঞ্জল অন্বয়।

সাগর থেকে ফেরা

নীল ! নীল !
সবুজের ছোঁয়া কি না, তা বুঝি না,
ফিকে গাঢ় হরেক রকম
কম-বেশী নীল !
তার মাঝে শূন্যের আনমনা হাসির সামিল
ক'টা গাঙ্ চিল ।

ভাবি, বলি, সাগরের ইচ্ছে,
সাদা ফেনা থেকে যেন
শাঁখ-মাজা ডানা মেলে
আকাশের তল্লাশ নিচ্ছে

মিথ্যেই
মিল-খোঁজা মন চায় উপমা ।
নেই, নেই !
হৃদয় দুচোখ হয়ে শুধু গেয়ে ওঠে,
সেই ! সেই !

সাগর থেকে ফেরা

মাটি, গাছ, তীর সব একেবারে ফেলে দিয়ে আসা,
সুবিশাল ডানা মুড়ে
নোনা ঢেউএ আলগোছে ভাসা,
কূল-ছাড়া জল আর
মেঘ, তারা, হাওয়া নিয়ে থাকা,
সময়ের নীলে শুধু
উদ্দাম অবিরাম আলপনা আঁকা,
কি যেন কি যেন ঠিক
মন দিয়ে জানতে না জানতে,
স্টীমার পৌঁছে যায়
আজ-কাল-পরশুর প্রান্তে।

দোকান

দাও না দোকান।   দোষ কি তাতে!
মনোহারী দোকান।
সাজাও পুতুল, কাঁচের চুড়ি, জরির ফিতে,
রং-বেরং-এর ছবি।
হাতা খুন্তি হাঁড়ি কড়াই, তাই বা কেন নয়!
সুলভ সওদা স্বল্প সাধের।
একটু চটক, একটু পালিশ,
প্রাণের পণ্য একটু রঙীন করে'
দোকানদারী বুলি দুটো দিও না হয় জুড়ে.
ঝিরিঝিরি জীবন যদি তাতে-ই ঝলোমলো।

বেচাকেনা ইমানদারি, দেওয়া-নেওয়ার চলা,
এইতো সব-ই, পেশা, নেশা, এইতো পরম।
দেওয়া খুশির, খাঁটি, কোথাও নেইকো ফাঁকি;
নেওয়ার বেলা উচিত দাম-ই চেয়ো।
হিসেব তুলো পাকা খাতায়,
জমাখরচ, আর যা পেলে ফাউ,
চোখের চুড়ির সমান ঝিলিক

সাগর থেকে ফেরা

লাজুক বৌ-এর মুখে,
খোকনমণির চোখ-জ্বলজ্বল পুতুল-পাওয়া সুখ,
গিন্নীবান্নী, ভারিক্কি চাল, সাবধানী শখ—আহা !
হৃদয় ছিঁড়ে প্রাণের সলতে ওরাই পাকায়, আর,
বুকের আড়াল আগলে ফেরে আশার প্রদীপ
ঝড়-বাদলে—
দরদস্তুর, নাড়াচাড়া, যাওয়ার ভিড়েও থমকে থেমে
একটু দেখার গরজ,
ভালোমন্দ তুটো কথা, জলে ছায়া-র চলতি
চেনাশোনা।

মেলার ধারেই থাকাতো সই।
খাল পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে
পাঁচটা গাঁয়ের মানুষ আসবে যাবে,
উড়বে ধুলো, থামবে না গোল সকাল সন্ধ্যে তুপুর।
কত না মুখ কত না পা পেরিয়ে যাবে চলে।
এলোমেলো খেই-না-পাওয়া কত কথার ঢেউ,
ছুঁয়ে যাবে, রেখে যাবে হয়তো কি গুনগুন,
বন্ধ ঝাঁপের রাত প্রহরে শুনবে যা ফের
দোকান-দোসর অশথ-কাঁপা হাওয়ায়।

দোকান

টঙের ঘরে একা একা
শুধু নিজের নাইকুণ্ডুল খুঁজে,
হয়তো আখের পাকা হোতো। করবে কখন,
মেলার বেসাত মজায় যদি !
বসেই থাকো কিম্বা চলো, বেচো কিংবা কেনো,
প্রাণের মেলায় তুমিও পাঁওদল,
ভালোবাসায় ভিড়ের মানুষ।
তোমার আখের চলার পায়ে-ই মাটি।
লাভ লোকসান খতিয়ে তবু, দেখো যদি
হিসেবে গরমিল,
জমার চেয়ে খরচ বেশী ফাজিল,
যত গুমোট মেঘ-সরানো
হৃদয় জুড়ে রোদ-ছড়ানো
সেইতো তোমার অগাধ অপার নীল।

শিখর ছুঁয়ে আসা

এখনো অরণ্য শুধু,
প্রচণ্ড প্রপাত যত সদাগর্জমান।
কুয়াশার ওড়নায়
এই ঢেকে এই খুলে মুখ,
অসংখ্য অবাক্ ফুল
মৃদু হেসে ছড়ায় কুহক।

আরেক চড়াই ভেঙে
সুদুর্গম প্রত্যয়ের শৈল-শিরা খুঁজে
হওয়া যায় সহজ গৈরিক।
নির্মল হিমেল হাওয়া
বুক ভ'রে নিয়ে,
দুরারোহ রিক্ততায়
চেয়ে চেয়ে দেখা যায়
কত নিচে দূর সমতল।

সেখানে হবে না থামা তবু,
আগে টানে অদম্য আকূতি ;—
একে একে তরু গুল্ম সব পিছে ফেলে,
যেখানে প্রাণান্ত-শিলা

নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতায় আপনারে ঢেকে
জপ করে তুহিন নীলিমা,
সে শিখর ছুঁয়ে যারা ফেরে
তাদের হৃদয়
চূড়ান্ত মৃত্যুর স্বাদ রক্তে বয়ে এনে,
জীবনের প্রতি পদে
খোঁজে কোন্ নূতন অন্বয় ?

কবি

আমাদের কথা কেউ সব জেনে নিয়ে,
তবু প্রমাণের খোঁজে, খুঁড়ে খুঁড়ে চলে যায়
কথার ওপারে।   তারপর ফিরে চেয়ে দেখে এই
জন-গণ-মন, অলীক শব্দের জালে
কি ভাবে জড়ানো।

মাপা দিন, বাঁচার লাইন
পরিপাটি পাতা ব'লে, গড়গড় অনায়াসে
চলে যায় বটে স্বচ্ছন্দ মসৃণ,
বরাদ্দ মাফিক ক্ষুধা
মিটিয়ে উচ্ছিষ্ট অনুভবে ,
কিন্তু আলগা মুহূর্তও আচমকা কখনো কখনো
পায়ের নিচের মাটি সরিয়ে দেখায় ধু-ধু ধাধা
অতল-বিহ্বল।

চিহ্নিত সে জন তাই কথার পিছনে উপনীত
হয়েও, ফিরেই আসে আমাদের প্রাঙ্গণে প্রান্তরে ,
সেধে নিয়ে দায়,
শব্দের খোলস খুলে, অকপট খুঁজে খুঁজে ফেরে
অবিকল অনির্বচনীয়।

আমাদের নাম, ধাম, সব পরিচয়,
তার চোখে পড়ি যদি
দুঃসহ সে বিদ্যুৎ-বিস্ময়।

আছে

খুঁজে দেখো, আছে, আছে,
নদী, তেপান্তর কিংবা পাহাড়ের কোলে কুণ্ডলিত,
তোমার সে শখের শহর।
ধুলো ওড়ে, মাছি ঘোরে ভনভন বোলতা সোনালী
সুরে হেঁকে ফেরি-করা সওদার গায়—
চিক-ফেলা বারান্দায় তোতা হীরেমন দাঁড়ে ,
অকস্মাৎ মুখ তুলে
চেয়ে দেখা সরু নীল আকাশের ফালি
ঝলমল গেরুবাজ পায়রার ঝাঁকে চমকানো !

সেখানে ছোটে না কেউ তবু,
হাঁফায় না, হারায় না জিলিপি-গলিতে।
ছাদ যার নেই সেও
চকে এসে বাঁধানো চাতালে
মান্ধাতার অশথের পাতাঘন সবুজ মেঘের
হাওয়া খায়, আর
শোনে কি না শোনে দূর ফিকে নহবৎ,—
মিহি জরি-কাজ যেন নগরের গুঞ্জনে জড়ানো।
সে শহরে ভিড় শুধু নয় ঘেঁষাঘেঁষি ;
সেখানে জনতা যেন আপনারি বিচিত্র বিস্তৃতি।

সাগর থেকে ফেরা

খুঁজে দেখো, আছে, আছে,
আধ-আলো এঁদোগন্ধ পুরানো পুঁথিতে-ঠাসা
কোনো এক বেচারী দোকানে,
কিম্বা পথে-পড়া কোনো রোয়াকে ছড়ানো
কাঙালী বই-এর ভিড়ে
    বিস্মৃত সে লেখা,
    —ধু-ধু সময়ের শূন্যে কার কবেকার
    জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়ের চিহ্ন এক ছিটে,—
    উড়ো এক ভীরু ক্ষীণ সম্ভাষের কাপাসের আঁশ !
নিরালা একাকী এক হৃদয়ের
খোজা যোঝা বোঝাপড়া সব
        জীবনের পৃথিবীব সাথে,
কতদূর ভেসে ভেসে চলে দুরাশায়,
দিগন্তের দ্বিধা নিয়ে
        স্নেহ-ভিক্ষু সমভিপ্রায়ীর ।

খুঁজে দেখো, আছে, আছে,
        নির্জনে কি কোনো জনতায়,
        সেই দুটি প্রতীক্ষার চোখ,
        যে আকাশ স্পর্ধাতীত
                তারই ছায়া-পড়া ।

পৃথিবী এখনো ক্রূর;
ইতিহাস সঙ্কীর্ণ সর্পিল।
তবু নক্ষত্রেরা আর সমুদ্র সময়
দিতে চায় যে প্রত্যয়
সেই চোখে জানি মিথ্যা নয়।

শহর

আমার শহর নয়কো তেমন বুড়ো।
অতীত কালের অস্থি মুদ্রা চৈত্য বিহার কিছু
পাবে না তার কোথাও মাটি খুঁড়ে।
হঠাৎ কখন নদীর ধারে ব্যাপারীদের নায়ে,
আমার শহর নেমেছিল কাদামাখা পায়ে
এই তো সেদিন, নারকেল আর খেজুর গাছের ঝোপে।
এই তো সেদিন, তবু যেন অনেক অনেক দূর,
অনেক শিশির ঝরে গেছে
তাতিয়ে গেছে কত না রোদ্দুর।
অনেক ধুলোয় মলিন পা তার
অনেক ধোঁয়ায় ঝাপসা দুটি চোখ।
আমার শহর ভুলে গেছে
তার জীবনের আদি পরম শ্লোক।

তবু হঠাৎ আসে যখন পাতা-ঝরার দিন,
দমকা হাওয়া থেকে থেকে
ছাদ-ছাড়ানো গাছের মাথায় লাগে,
আমার শহর খানিক বুঝি
ঝিমিয়ে-পড়া তন্দ্রা থেকে জাগে।

চিম্‌নি-তোলা ঊর্ধ্বমুখে আকাশ পানে চেয়ে
কি ভাবে সেই জানে !
ভেবে ভেবে পায় কি নিজের মানে ?
পোল বেঁধেছে কল ফেঁদেছে
বসিয়ে বাজার হাট,
রাস্তা পেতে মেলেছে ঢের রং-বেরং-এর ঠাট ।
তবু যেন জংলা আদিম জ্বলা
জুড়ে আছে আজো বুকের তলা ।

জীবনানন্দ

সেই এক নাগরিক
এই শহরের পথে
একা একা ঘুরেছে অনেক।
ট্রাম, বাস, বিজ্ঞাপন,
মোড়ে মোড়ে ভিড় আর আলো,
আর গাঢ় স্তব্ধ মধ্যরাত
মনুমেণ্ট গীর্জার মাথায়—
সব কিছু দেখেছে সে
কখনো প্রবাসী কিংবা প্রণয়ীর মত।

তারপর
নিরিবিলি আপনার নীড়ের গভীরে,
মিশিয়েছে তার সাথে
ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে
হলুদ ফসলে-ভরা মাঠ,
চিল-পুরুষের ডাক
সূচিবিদ্ধ শূন্যতার মত,
আর বুঝি প্যাঁচাদের ডানায় ধূসর
রাত্রির কুয়াশা, ঠিক ভুলে-যাওয়া শোকের মতন।

নেই সেই নাগরিক আর।
নগর-আত্মার কাছে নিবেদিত হ'য়ে
রেখে গেছে তবু এক সবুজ প্রত্যয়,
আভা যার কিছু কিছু
ছড়াবেই বহুদূর সমুদ্র-সময়।
সে বুঝি গিয়েছে জেনে,
সত্য যা তা আপনাতে আপনি-ই ধ্রুব নয় সব!
তারে পূর্ণ করে' চলে
আমাদেরই রক্তে-বওয়া
গূঢ় এক দীপ্ত অনুভব!

হারিয়ে

কোনো দিন গেছ কি হারিয়ে,
হাট-বাট নগর ছাড়িয়ে
দিশাহারা মাঠে,
একটি শিমূলগাছ নিয়ে
আকাশের বেলা যেথা কাটে ?

সেখানে অনেক পথ খুঁজে
পৃথিবী শুয়েছে চোখ বুজে
এলিয়ে হৃদয়।
শিয়রে শিমূল শুধু একা
চুপ করে' রয়।

পথ খুঁজে যারা হয়রান
কোনো দিন সেই ময়দান
তারা পেয়ে যায়।
হঠাৎ অবাক্ হয়ে
আশে পাশে ওপরে তাকায়।

কোনো পথ যেখানেতে নেই
সেখানেই মেলে এক খেই
আরেক আশার।
সব পথ হারাবার পর
বুঝি খোঁজ মেলে আপনার।

একদিন যেও না হারিয়ে
চেনা মুখ শহর ছাড়িয়ে
অজানা প্রান্তরে,
একটি শিমুল আর আকাশ যেখানে
মুখোমুখি চায় পরস্পরে।

আবিষ্কার

মৃত এক মহাদেশ
বারবার করি আবিষ্কার!
তার নদী, প্রান্তর, পাহাড়
কতবার জীবনের ছক পেতে সাজিয়েছে খেলা,
মাৎ হয়ে গিয়ে শেষে
কোনো এক অনির্ণেয় চালে,
মহাবিলুপ্তির দণ্ড
মাথা পেতে নিয়েছে অকালে।

নিঃসঙ্গ নাবিক ফের
বাঁধি পোত শ্মশান-বন্দরে,
তরীর কঙ্কাল যত, যেখানে বিছানো স্তরে স্তরে
—দুঃসাহসী দুরাশাবশেষ!

যতদূরে চাই
প্রাণহীন মৌন রুক্ষ মাটি,
তারি 'পরে নিদ্রিত আকাশ
মাঝে মাঝে ফেলে শুধু ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস।

মৃত সেই মহাদেশ
আরবার করি বিচরণ,
একটি 'পুদ্‌গল' বীজ করিতে বপন।

সুধা দাও, স্নেহ দাও, হে মৃত্তিকা নিষ্প্রাণ কঠিন!
তোমার জঠরে রাখি আর-এক প্রতিজ্ঞা নবীন,
ধ্বংসের জঞ্জাল ঠেলে,
সাজাবে যা শঙ্কাহীন জীবনের মেলা।
শুরু হবে আর-এক লুপ্তিপণ খেলা।

জীবনের গান

শুধুই বন্য
নয়কো, হয়তো
মানুষ অন্য
    কিছু।
সামনে তাকালে
শুভ্র সকাল ;
রক্তের পদচিহ্ন,
আদি সমুদ্র হ'তে আছে আঁকা
যদিও তাকালে পিছু!

রক্ত এখনও দিতে হবে ঢের
দিতে হবে আরো প্রাণ,
মৃত্যুর তীরে জীবনের ধ্বজা ওঠাতে।
সে-রক্ত কোনো শোধ চায় না তো ;
শুধু দাবিহীন দান
আগামী দিনের মুখে রক্তিমা ফোটাতে।

ধ্বনি

এই ধ্বনি একদিন
সত্যদ্রষ্টা ঋষির ধেয়ানে,
মৌন ক্ষীণ স্বপ্ন আর ইতিহাস-কাঁপানো কল্লোলে
মিশে বুঝি দিয়েছিল ধরা ;
তারপর যুগান্তের দুর্যোগ-সন্ধ্যায়
মহাসন্ধিক্ষণে হোলো
সহসা আকুল মুক্তি-স্বরা।

নিপীড়িত, রুদ্ধবাক,
হিংস্রমুষ্টি-নিষ্পেষিত কোটি কণ্ঠ-নালিতে নালিতে
রুদ্রতাপ নিষেধের নির্মম বালিতে
কভু তপ্ত, কভু লুপ্ত
ক্ষীণ-ধারা সেই সুর তবু আর থেমেও থামে না।
সেই সুরে উদ্দীপিত
সংশপ্তক নারায়ণী সেনা
হাসিমুখে সব মৃত্যু হয়ে যায় পার।
অন্ধকার বন্দীপুর ভেঙে খোলে জ্যোতির দুয়ার।

আরো কতদূর যাবে,
এই ধ্বনি, কবে পাবে পূর্ণতা পরম
জানি না'ক। আশাদীপ্ত কণ্ঠে শুধু আজো নিনাদিত
বন্দেমাতরম্ !

বরং

কোথায় যাব ভেবেছিলাম
হয়নি যাওয়া।
বন্ধ ঘরের সার্সি কাঁপায়
দমকা হাওয়া।

কাঁপাক, তবু ঘরে-ই আছি।
ভাবনাগুলোর পোকা বাছি,
জ্বালায় যখন তাড়াই মাছি,
ঠিক জেনেছি, চক্ষু দুটি
ঢাকলে পরেই ফুরোয় চাওয়া।

শিখেছি তো যে দিকে রোদ
সে দিক ঘেঁষেই বাড়তে,
আঁকশি-নাগাল স্বপ্নগুলো পাড়তে,
কিম্বা কষায় অম্ল ব'লে-ই ছাড়তে।
যা করে হোক, অম্ল তো দিই প্রাণের পিপাসার্তে!

হবার-যা-নয় তার বিহনে আর কি কাঁদি!
হোতো-যদি-আহা-র বরং গল্প ফাঁদি।

প্রবাদ

শুনেছি প্রবাদ কোনো,—
সেই এক বন্ধ্যা গিরি-দ্বীপে
ঊর্ধ্বফণা হিংস্র ঢেউ যাহার প্রহরী,
দিনান্তের এক লগ্নে,
একটি আশ্চর্য পাখি
নেমে এসে বসে একবার।
চোখে তার নবারুণ-রাগ,
ডানা তার বিস্ময়-নীলিমা,
স্বর তার জীবনের সব সাধ মেটাবার বর।

আমার নাবিক-মন
সে প্রবাদ করে না বিশ্বাস।
যাত্রী ও পণ্যের বোঝা
বয়ে' বয়ে' বন্দরে বন্দরে,
বেচা-কেনা লেন-দেন সব সেরে, শুয়ে পাটাতনে,
তারাদের ইশারায় তবু মনে হয়
মানচিত্রে পড়েনি যা ধরা,
কম্পাসের কাঁটাও চেনে না,
এমন দিগন্ত বুঝি কোনোখানে আছে অপেক্ষায়।

সাগর থেকে ফেরা

সীমাহীন সাগর-বিস্তার
লুব্ধ চোখে তারপর খুঁজে খুঁজে ফিরে,
কত না অজানা দ্বীপে
নিষেধ ও নিমন্ত্রণ সব জেনে এসে,
হতাশ হৃদয়
যখন নির্জন তীরে
শুধু তার ক্ষতগুলি গোনে,
সহসা তখন
দেখি এক পাখি এসে মাস্তুল-চূড়ায়
ডানা মুড়ে বসে।

জানি না সে কোন্ পাখি।
দিশাহারা কম্পাসের কাঁটা শুধু
কেঁপে কেঁপে হয়ে যায় স্থির।
জাগে এক সংশয় গভীর।
সেই সে আশ্চর্য দ্বীপ
সে কি এই আমারই তরণী!

সত্য

পাতা চিরদিন নতুনই গজাবে
ফুল ধরবে ও ঝরবে
ফলটা কি হবে সেইটেই বলা শক্ত।
ছোঁয়াচে হুজুক এমনি মজাবে
পারা চড়বে ও পড়বে
জ্বর ছেড়ে গেলে মনটা শুধু বিরক্ত।

মত্ততা ছেড়ে মনের গভীরে এস না,
নেশা নয়, থাক পরম পাওয়ার এষণা।

চারা পোঁতাটাই নয়কো আসল সত্য,
আছে কিনা দেখো হৃদয়ের আনুগত্য।

শরৎ

এ শরৎ একদিন এসেছিল প্রসন্ন প্রান্তরে,
প্রাণের নির্মল হাশি কাশ-বনে মেলে,
গভীর হৃদয়তল স্নিগ্ধ করে' কুমুদ কহ্লারে,
অপর্যাপ্ত সুধা-শস্য-সম্ভাবনা-আশ্বস্ত জীবনে।

তারপর কত খুঁজি,
ক্লান্ত সকাতর চোখে আকাশে তাকাই।
সে দিনের শুভ্র মেঘ—একটি কণাও তার নাই।
সে প্রান্তর ঘিরে আজ ইট-কাঠ পাথরের বেড়া,
মেঘ নয়, চিমনির ধোঁয়া
আকাশের ম্লান মুখ ঢাকে ;
হৃদয়ের শুষ্ক সরোবর,
ধুলো বালি জঞ্জালে ভরাট।

তবুও মানি না হার।
ক্ষীণ এক আশা নিয়ে
জনাকীর্ণ এ শহরে গলিঘুঁজি খুঁজি।
প্রান্তরের সে শরৎ কোনো প্রাণে জেগে আছে বুঝি।

তাহলে এ সঙ্কীর্ণ শহর
আবার পেতেও পারে হৃদয়ের শুভ্র পরিসর

জানা ও বোঝা

সৃষ্টি তো কতভাবে মাপলাম!
হিসাবে তো আজো তারে পাই নাই।
হৃদয়ের রঙে যেই ছাপলাম
মনে হোলো বোঝা গেলো সবটাই।

এক জানা হাতড়ায় বাইরে,
আর-এক বোঝা চলে ভিতরে
দুই ডালে কোনো মিল নাইরে
মিল শুধু সুগভীর শিকড়ে।

সূর্য-বীজ

শতাব্দী যায় গড়িয়ে

—সময়-সমুদ্রের সামান্য একটা ঢেউ।

হে কালের অধীশ্বর

অন্য মনে তুমি কি থাকো ভুলে ?

পৃথিবী আবর্তিত অন্ধ নিয়তির চক্রে।

মানুষের ইতিহাস হিংসার বিষে ফেনিল।

'ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা, মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা

একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা, শ্মশানের প্রান্তচর,'

আবর্জনা-কুণ্ড ঘিরে, বীভৎস চীৎকারে,

নির্লজ্জ হিংসায় তারা, হানাহানি করে,—

'মানুষ জন্তুর হুহুঙ্কার' দিকে দিকে বেজে ওঠে।

তুমি কি তখনও নির্লিপ্ত নির্বিকার ?

মন বলে,—না

যুগে যুগে তুমি পাঠাও তোমার দূত

—সূর্যাংশের অনির্বাণ প্রাণ-শিখা।

সাগর থেকে ফেরা

দেশে দেশে হৃদয়ে হৃদয়ে সমস্ত দীপ যখন নির্বাপিত,
মৃত্যুর তমিস্রায় সমস্ত পৃথিবী যখন নিমগ্ন,
অকম্পিত সে শিখা
তখনও জ্বলে পরম দুঃসাহসে,
অন্ধ রাত্রির সমস্ত বিভীষিকাময় ভ্রূকুটির বিরুদ্ধে
দাঁড়ায় একা।
বলে,—'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।'

এই শিখা বার বার আমাদেরই মাঝে জন্ম নেয়,
ধন্য করে
এই ধরণীর ধূলি-মলিন শতাব্দী।
যে আধারে সে শিখা মূর্ত হয়ে ওঠে,
সে আধার যায় ভেঙে ;
তবু সে শিখা তো হারিয়ে যাবার নয়।

আকাশের তারায় আর একটু অপরূপ দীপ্তি
সে শিখা রেখে যায়,
পৃথিবীর শ্যামলতায় বুলিয়ে দিয়ে যায়
আর-এক অনির্বচনীয় স্নিগ্ধতা,
আকাশের নীলিমা তার কাছে পায়
রহস্য-নিবিড় আর-এক মহিমা।

দেশে দেশে মানব-সত্যের যে সংশপ্তক বাহিনী
আজও সাজছে নিঃশব্দে চরম সংগ্রামের জন্যে,
যুগে যুগে যারা সাজবে,
তাদের মশালে সেই শিখারই আলো,
তাদের পতাকায় তারই অম্লান দীপ্তি।
কত শতাব্দীর ঢেউ
সময়েব সমুদ্রে হবে লীন,
মানুষের ইতিহাস কত আত্মঘাতী মূঢ়তায়
পথ হারাবে ;
তবু হে কালের অধীশ্বর
হতাশ আমরা হব না।

এই অকিঞ্চন পৃথিবীর মৃত্তিকায়
যে সূর্য-বীজ তুমি রোপণ করো
তা ব্যর্থ হবার নয়।
মোহাচ্ছন্ন বর্ত্তমানের সমস্ত কুজ্ঝটিকা অতিক্রম করে'
সুদূর যুগান্তে তার সঙ্কেত প্রসারিত।
মানবতার গভীর উৎস-মূলে
অক্ষয় তার প্রেরণা।

সাগর থেকে ফেরা

হে মহাকাল, তোমার অনন্ত পারাবারে
আমরা ক্ষণিকের বুদ্‌বুদ,
তবু সেই সূর্য-শিখা যে আমাদের মাঝে
প্রতিফলিত হয়,
এই আমাদের গৌরব।

দুপুর

রাস্তা পিচের, বাস-টা নতুন
ঝাঁকানি নেই।
ভিড় কি ছিল?
ফোস্কা-পড়া তাত,
হল্‌কা-ওঠা আভরা-রাঙা ডাঙা
চোখ ঝলসায়, মন ঝিম্‌ ঝিম্‌
কোথায় যে গেছলাম!

নেইকো মনে। অনেক যাওয়া-আসায়
জ্বলন্ত এক ছায়া-শোষা তেষ্টা-ফাটা দুপুর
শেষ নেইকো ঊর্ধ্বশ্বাসের পারেও।

ভাঙা ঘরটা, চাল নেইকো, দরজা হাঁ হাঁ ফোকর
শুকনো নালা, ন্যাড়া সজনে, ধ্বসা ইটের পাঁজা,
খাঁ খাঁ রোদে ঝিমোয় দূরে গ্রাম।
দিক্‌-ভোলানো দুপুর বেলায়
কোথায় যে গেছলাম!

সাগর থেকে ফেরা

ঠিকানা আজ না থাক মনে
স্মৃতির তেপান্তরে,
হারিয়ে-যাওয়া সেই ছুপুরের
আগুন ঝরে।

শ্যাওলা ঘাটের কত দীঘির
শীতল কালো জল,
কত নদীর হঠাৎ অবাক্ নীল,
ঘন বনের সবুজ আঁধার,
লেপে লেপেও তবু
জ্বালার আরাম কই!

দারুণ দিনের সেই যাওয়া যে কাকে খুঁজতে যাওয়া
নেইকো মনে, জ্বলে শুধু আজো খোঁজ-না-পাওয়া।

চীনা-তর্জমা

সাধু

সাদা মেঘগুলো ভেসে চলে যায়
কোনো তাড়া কোনো কাজ নেই।
জল নেই আর জ্বালাও নেইকো
বুকে তার আর বাজ নেই।
সাদা মেঘগুলো ভেসে চলে যায়
কোনো রং কোনো সাজ নেই।

পাহাড়ের গায়ে মঠের চুড়োটা ছাড়িয়ে,
মেঘগুলো যায় নীল দিগন্তে হারিয়ে।
মঠ থেকে বাজে ঘণ্টা
মনটা কেমন করে,
মঠের মাঝের বুড়ো সাধুটিরে
থেকে থেকে মনে পড়ে।

মেঘের মতন সাদা চুল তার,
গোঁফ দাড়ি ধবধবে,
মুখে লেগে আছে প্রাণের হাসির
ফেনাই বুঝি বা হবে।

পাথুরে সিঁড়ির ধারে বসে থাকে
মনে হয় কোনো কাজ নেই।
প্রীতির জারকে জরে' জরে' যেন
মনে আর কোনো খাঁজ নেই।
ঢিলে কোঁচকান মুখখানি তার,
মনে শুধু কোনো ভাঁজ নেই।

কেউ যদি তারে শুধায় কখনো,
এ হাসি কোথায় পেলে ?
সাধু হেসে বলে,—পেয়েছি, হৃদয়
আঁখি জলে ধুয়ে ফেলে।

যে-মেঘ ঝড়ের তাড়া খেয়ে ফিরে'
কালো হ'য়ে নেমে আসে,
নিজেরে উজাড় করে ঢেলে সে-ই
সাদা হাসি হয়ে ভাসে।

জং

হাওয়া বয় সনসন
তারারা কাঁপে,
হৃদয়ে কি জং ধরে
পুরানো খাপে!
কার চুল এলোমেলো,
কিবা তাতে এলো গেলো!
কার চোখে কত জল
কে বা তা মাপে?

দিনগুলি কুড়োতে,
কত কি তো হারালো।
ব্যথা কই সে ফলা-র
বিঁধেছে যা ধারালো!

হাওয়া বয় সনসন
তারারা কাঁপে।
জেনে কিবা প্রয়োজন
অনেক দূরের বন
রাঙা হ'ল কুসুমে, না,
বহ্নি-তাপে?
হৃদয় মরচে ধরা
পুরানো খাপে!

ক্লান্ত

হে পৃথিবী, কোথায় যাব? ক্লান্ত।
আকাশে চাই, সেখানে উদ্‌ভ্রান্ত।
আমার মন, গহন বন, ফুরায় না

অতল থেকে নাম-না-জানা তৃষ্ণা,
মিটাতে যা পান করেছি, বিষ না।
তবুও শাপ, বুকের তাপ, জুড়ায় না।

হয়তো হিয়া নিজের বাণে বিদ্ধ
বৃথাই খোঁজে শিকারী, সন্দিগ্ধ।
মানে না ভুল, ওষধি-মূল, কুড়ায় না

মেঘের রাত, মরুর দিন, তপ্ত,
আঁধার আলো জেনেছি ভাবি সব তো।
ঝিমানো প্রাণ, কারো নিশান, উড়ায় না।

রাত-জাগা ছড়া

জল পড়ে, পাতা নড়ে
এই নিয়ে পদ্য,
লিখে ফেলে ভাবলাম
হ'ল অনবদ্য।

ছাদ ছিলো ফুটো তা তো
পারিনিকো জানতে
জেগে উঠে ব'সে আছি
বিছানার প্রান্তে।

চোখে আর ঘুম নেই
শুধু শুনি ভনভন
মশা ওড়ে আর চলে
চিন্তার পল্টন।

গাছে গাছে পাতা নড়ে
চালে শুধু পাতা নেই,
কাঁকর-মেশানো চাল
মেলে শুধু 'রেশনে'-ই

ডিমডিম ঢেঁড়া শুনি
আসে দুর্ভিক্ষ,
এসে তবে বাকি ক'টা
ক'রে দূর দিক গো।

জল পড়ে দুনিয়ার
জ্বালা-করা চক্ষে।
পাতা নড়ে প্রলয়ের
ঝড়ে কি অলক্ষ্যে!

জর্জ বার্ণার্ড শ

মূঢ় ইতিহাস স্বখাত গোলকধাঁধায়
ঘুরিয়া মরে ;
সূর্যের ক্ষোভ তাই যুগান্তে
বিদ্যুৎ-কশা হানে।
বিদ্যুৎ, না, সে বহ্নি-বাণীর
খরধার তরবার—
হাসি-ঝলমল, তবু নির্মম,
মার্জনা নাহি জানে !

অন্ধ মাটির নাগপাশ যত
জ্বালাও বারম্বার,
সূর্যাংশের হে শুভ্র শিখা
তোমারে নমস্কার !

পালক

মানে খোঁজা নিয়ে যোঝা
একদিন থেমে যায়
তেপান্তরে ঝড়ের মতন।
শুধু থাকে চেয়ে থাকা, শুধু কান পেতে রাখা
শুধু নীল ছড়ানো গগন।

তখনো নদীরা থাকে,
থাকে স্রোত, থাকে ঢেউ, তীর ;
শুধু হৃদয়ের আর থাকে নাকো কোনো ভার
কোন দায় কোনো বেসাতির।

তখনই পাখিরা আসে প্রাণের প্রান্তরে।
নিরুত্তাপ প্রসন্ন আলোয়
স্নান করে, খেলা করে, গান করে, আর
রেখে যায় দু-একটি খসে-পড়া পালকের কুচি
হাওয়ার ফেনার মত।

হাটে যারা দাম খোঁজে নাকো,
তারা শুধু সে পালকে
নিজেদের স্নাতশুভ্র অভিমান সাজিয়ে খেলায়।

সাগরের পাখিদের একান্ত আপন
এখনো নির্জন দ্বীপ আছে এক দূর দ্রাঘিমায়।
তট তার সুকঠিন রূঢ় রুক্ষ শিলার ভ্রূকুটি,
সীমা তার ঊর্ধ্বফণা সমুদ্রের তরঙ্গ-বলয়।

সেই দ্বীপে ঠেকে ভাঙ্গে
কোনো কোনো জাহাজের হাল।
দুঃসাহসী নাবিকেরা বিপথ-বিলাসী
বারেক সে দ্বীপে বুঝি হয় নির্বাসিত

তারপর অবিরাম শুধু এক অস্থির কল্লোল!
চোখে শুধু নীল এক সীমাহীন বিস্ময়-বিস্তার

জনাকীর্ণ নগরের পথে পথে যত
সংগ্রহ ও চতুর সঞ্চয়,
নানা মূল্যে কেনা যত
বহুবর্ণ বেশ আর ভূষা
বন্দরে বন্দরে,
ধীরে ধীরে এই দ্বীপে

সাগর থেকে ফেরা

রোদে জলে উদ্দাম হাওয়ায়
একে একে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে খ'সে খ'সে যায়।
ঘুরে ফিরে এদিক-ওদিক
পরিশ্রান্ত নিঃসঙ্গ নাবিক
দ্বীপের নির্ঝর-কুণ্ডে একদিন দেখে সবিস্ময়
ছায়া ফেলে আছে তার-ই আপনার উলঙ্গ হৃদয়
অকস্মাৎ সে ভীষণ নির্লজ্জ সাক্ষাৎ
শুধু বুঝি আনে অপঘাত।

দিক্‌চক্রবালে যবে দেখা দেয় উৎসুক মাস্তুল,
উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুল
কেউ কেউ ভুলে গিয়ে সমস্ত সঙ্কেত
চেয়ে রয় শুধু হতাশায়।
তাই এত সাদা হাড় সে-দ্বীপের সৈকতে শুখায়।

আর যারা কোনো মতে
সেই দ্বীপ হ'তে ফিরে আসে,
স্বজন বন্ধুর মাঝে থেকে তবু তারা
দিন যেন কাটায় প্রবাসে।
বোঝে না তাদের ভাষা কেউ।

রোদের প্রার্থনা

রোদ দাও।
একঘেয়ে একরঙা ম্যাড়মেড়ে ছবি
আত্মার অরুচি।
রোদ দাও
এ অশুচি মুছি!

মুখ তার মনেও পড়ে না।

ভিজে দিন, ফ্যাকাশে প্রভাত,
তারা-মোছা গুমোটের রাত,
আর কত?

মরা চারা, পাতাও ধরে না।

বন্দী মন রুগ্ন ঘরে
স্যাঁতসেঁতে স্মৃতি নাড়ে চাড়ে।
কোথায় বা যাবে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে।
আদিগন্ত পঙ্কিল পিচ্ছিল।

মুখ তার কত মনে করি।

সাগর থেকে ফেরা

রোদ দাও
ফাটল ধরাও
আকাশের পলি-জমা বুকে।
সকৌতুক সবিস্ময় নীল
ঝরুক
ধরুক
নদী, সমুদ্রে ও প্রাণে।

মরা চারা স্মৃতির প্রহরী।

দাহদীর্ণ হৃদয়ের
শুষ্কতালু চাতক-প্রার্থনা
আজ পরিতাপ।
অগ্নিক্ষরা আকাশের
সে প্রথম স্নিগ্ধ নীলাঞ্জন
এ নগর নতমুখ
চেনে শুধু অন্তিম কাদায়।

মুখ তার আবছায়া অশ্রুর কুয়াশা।

স্মৃতি

কোথাও প্রবাসী নই !
এ সমুদ্র, নারিকেল বন,
কবেকার ফেলে-আসা দুরাশার মত
আদিগন্ত পাল অগণন,
সব বুঝি আছে মনে,
শোণিত-স্মরণে ।
স্বাদ নিতে আসি শুধু
ভান-করা নব পর্যটনে ।

দম্ভের যা ইতিহাস,
বৃষ্টি আর ঢেউ তা তো ধুয়ে ধুয়ে যায়,
কীর্তিস্তূপ ধুলো হয়
শ্রদ্ধাহীন সূর্যের ঘৃণায় ।

প্রাণ শুধু এক স্মৃতি
সঙ্গোপনে পুঁজি ক'রে রাখে,
বারে বারে
জন্মে জন্মে
জীবনে জীবনে
অবাক্ নতুন চোখে চাখে ।

সাগর থেকে ফেরা

তা হয়তো শুধু এই
পাহাড়ে মাটির খাঁজে খাঁজে,
স্নেহ সাধ স্বপ্ন দিয়ে
ছবি-ছবি ছোট ঘর ছাওয়া,
ক্ষুধা রোগ শোক নিয়ে আর
দূষিত খাঁড়ির ডিঙি বাওয়া।
তা হয়তো শুধু তাই নয়।

হয়তো তা একবার
একাকার মেঘে ও সাগরে
গর্জমান তরঙ্গে তুফানে
উল্লাসের মত এক রোমাঞ্চিত ভয়।
হয়তো তা কদাচিৎ
ঝলসিত বিদ্যুৎ-কৃপাণে
বিদীর্ণ তিমির-শূন্যে
উদ্ভাসিত এ সত্তার গূঢ় পরিচয়।

হ্রদ

এ এক পাহাড়-ঘেরা স্বচ্ছ হ্রদ, সরল নিষ্পাপ,
মেঘ আর যাযাবর হাঁসেদের ছায়া শুধু জানে।
ধ্যান তার নভোনীল। চেয়ে চেয়ে সারা নিশিদিন
সূর্যের বৃত্তান্ত থেকে পায় তার আপনার মানে।

এই হ্রদ পর্যটক একদিন খুঁজে পায় যেই,
বন্দুকের শব্দে ওঠে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি :
শিকারের তাজা রক্তে শুচি শিলা শিহরে সহসা,
আগুনের লোল জিহ্বা খোঁজে গূঢ় সত্তার ধমনী।

এ হ্রদ তো নদী নয়, শেখেনি তো সাগর-সন্ধান,
শুদ্ধ হবে প্রাণবেগে নিত্যমুক্ত স্রোতের ধারায়!
এ শুধু ধারণাবদ্ধ আকাশের বিস্মিত চেতনা,
প্রথম কলুষস্পর্শে আপনার আত্মাই হারায়।

পৃথিবী সঙ্কীর্ণ হবে, এও বুঝি অমোঘ নিয়তি!
সব নদী, নালা হবে, সব হ্রদ পানীয়—সঞ্চয়,
গহনতা অনাবৃত। অগ্রসর উদ্যোগী 'সফরি'
পৌঁছোবার আগে, যদি, হে অস্পর্শ্যা পেতাম হৃদয়!

দশানন

যেখানেই থাকো তুমি করো স্বর্ণময়
তপস্যা-অর্জিত বীর্যে, দুর্ধর্ষ দুর্জয়।
তবু কোন্ ভুল
তোমার কীর্তির মূল কাটে চিরদিন ?
তুমি অদ্বিতীয়, তবু চিরপ্রীতিহীন !

সে কি শুধু লোভ, শুধু ভোগীর লালসা,
স্ফীতদম্ভ অক্ষমের ?
এ সবের কিছু বুঝি নয়।
দানবীয় দুর্বলতা, দেবতার দুর্বোধ বিস্ময় !

সীতারে পার না ছুঁতে।
ছলবল সমস্ত কৌশল
নিজেই বিফল করো
শেষ তার সম্মতি-ভিক্ষায় !
হৃদয়ের এ সম্মানে
রামায়ণ অন্য দীপ্তি পায়।

ছোট ভীরু হাত দিয়ে
জীবনের মাপ নিয়ে যারা
নীড় বেঁধে নিরাপদ সঞ্চয়ের কড়ি ক'টা গোনে,
ঈর্ষায় হিংসায়
তোমার বিশাল মূর্তি তারা চিরদিন
পঙ্কলিপ্ত করে তো করুক।
এ সবের বহু ঊর্ধ্বে তুমি অন্য আকাশে উন্মুখ।

শুধু এক দিক্ চিনে
জীবনেরে ক'রো না খণ্ডিত,
দশদিক্ হ'তে আলো অসঙ্কোচে কর অন্বেষণ,
তুমি তাই সত্য দশানন।

সোপান হয়নি গড়া,
স্বর্গ আজো দূর।
তোমার চিতার শিখা কিংবদন্তী-কল্পনায়
তাই বুঝি নিভেও নেভে না,
হে অতৃপ্ত পৃথ্বী-প্রাণ,
শূন্যবৈরী শাশ্বত বিদ্রোহ!

শ্রীরাম

কোথাও সরযূ বয়।
কাকচক্ষু জল তার
ফটিক-নির্মল।
ছায়া কাঁপে সেই জলে নবারুণরাগে
সহস্র হিরণ্য-শীর্ষ মহানগরের।
—আমার অযোধ্যা সেই।

সেখানে যজ্ঞাগ্নি জ্বেলে,
হয়তো কখনো বর মেলে
ধরণীর মূর্ত মনস্কাম,
নবদূর্বাদলশ্যাম রাম

সাধ হয় তাঁরে লয়ে
রামায়ণ রচা যেন হয় আরবার।
তাড়কা-নিধন নয়,
নয় শুধু অহল্যা-উদ্ধার।
নয় দীর্ঘ বনবাস বর্ষ চতুর্দশ,
দুঃসাহসী সাগর-লঙ্ঘন,
সীতা উপলক্ষ্য মাত্র
লক্ষ্য যার বুঝি দশানন।

পিতৃসত্য, লোকসত্য,
সকলের সব সত্য পালনের পর,
আপন গহন সত্য
খুঁজিবার রহে যেন কিছু অবসর।

আমার শ্রীরাম
কে জানে যে কার মাঝে
ধন্য হবে তাঁর পুণ্য নাম।